ভোরের কাগজ

তারিখ MAR. 25 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

566

ঢা.বি. ক্যাম্পাসে বাস-বেবিট্যাক্সি সংঘর্ষে ছাত্রসহ ২ জন নিহত

ছাত্রদের বিক্ষোভ, মধ্যরাত পর্যন্ত ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) পাশে মিনিবাস ও বেবিট্যাক্সির মুখোমুখি সংঘর্ষে গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র এবং বেবিচালক নিহত হয়েছেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ভারি যানবাহন চলাচল বন্ধের দাবিতে আবারো মিছিল সমাবেশ ও কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স অফ বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশনের (এমবিএ) ৩৩তম ব্যাচের ছাত্র সাইফুল আজম বেবিট্যাক্সিযোগে দনিয়া থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছিলেন। টিএসসির পাশে আনবিক শক্তি কমিশনের কার্যালয়ের সামনে গুলিস্তানগামী একটি মিনিবাসের সঙ্গে সাইফুলকে বহনকারী বেবিট্যাক্সির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সাইফুল (২৩) এবং বেবিট্যাক্সি চালক মোহাম্মদ আলমগীর ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পুলিশ ঢাকা মেট্রো ৮-৮৪৪৮ নম্বরের মিনিবাসটিকে আটক করলেও ড্রাইভার মোশাররফ সরদার পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। এ ব্যাপারে রমনা থানায় একটি মামলা হয়েছে।

সাইফুলের বাসা ডেমরার ২৮০ নম্বর দনিয়াতে। তার বাবার নাম হাফেজ মোঃ আমিনুল্লাহ। তার বাবা-মার বিশেষ অনুরোধে সাইফুলের লাশ ময়না তদন্ত না করেই ঢাকা মেডিকেল থেকে তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সকালে এ দুর্ঘটনার খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা শাহবাগ ও কার্জন হল অঞ্চলে কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে। এরপর সায়েন্স এনেক্স ভবনের চারটি বিভাগের ছাত্ররা মিছিল করে উপাচার্যের ভবনে যায়। পুলিশের বাধার মুখে উপাচার্যের দপ্তরের সামনে তারা সমাবেশ করে। ছাত্ররা অভিযোগ করেছে উপাচার্য এ সময় দপ্তরে থাকলেও তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। প্রক্টর অধ্যাপক নূরুন্নবী এ সময় ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি ছাত্রদের ঈদের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তায় রাস্তায় পর্যাপ্ত সংখ্যক স্পিড ব্রেকার নির্মাণের আশ্বাস দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ-এর ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ভারি যানবাহন চলাচল বন্ধের দাবি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও আচার্যের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। আজ দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে এ ব্যাপারে বৈঠক হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল এবং শহিদুল্লাহ হলের ছাত্ররা গতরাত ১১টায় শহিদুল্লাহ হলের সামনের রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ঢা.বি. নিহত

● প্রথম পাতার পর

এ সময় ছাত্ররা একটি মাইক্রোবাসকে ধাওয়া করলে ঐ মাইক্রোবাসের চাপায় একজন রিকশাযাত্রী এবং একজন রিকশাচালক আহত হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা মাইক্রোবাসটি ধাওয়া করে। একই সময় তারা একটি মালবোঝাই ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দিলে তা সম্পূর্ণ ভস্মিভূত হয়। ফায়ার ব্রিগেডের একটি গাড়ি ঘটনাস্থলে যাওয়ার চেষ্টা করলে ছাত্ররা ঐ গাড়ির ওপরও হামলা চালায়। রাত ১২টায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

উল্লেখ্য, গত ২০ মার্চ ক্যাম্পাসে ফার্মেসি বিভাগের একজন ছাত্র ট্রাকের ধাক্কায় আহত হলে সায়েন্স এনেক্স ভবনের ছাত্রছাত্রীরা কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ভারি যানবাহন চলাচল বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানায়।